প্রথম আলো

তারিখ ... 24 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রী লাঞ্ছনা

# ছাত্রলীগের পাঁচজন আজীবন বহিষ্কৃত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

পয়লা বৈশাখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আদিবাসী ছাত্রীকে লাঞ্ছনা, ছিনতাই ও প্রহারের দায়ে ছাত্রলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীকে আজীবন বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পৃথক ঘটনায় ছাত্রলীগের আরেক নেতাকে তিন মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

রেজিস্ট্রার জানান, বহিষ্কৃত পাঁচ শিক্ষার্থী হলেন ছাত্রলীগের কার্যকরী সদস্য সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত ইমতিয়াজ বিজয়, শহীদ সালাম-বরকত হল শাখা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক রসায়ন বিভাগের নাফিজ ইমতিয়াজ, ছাত্রলীগের কর্মী নৃবিজ্ঞান বিভাগের আবদুর রহমান ইফতি ও নুরুল কবির এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের রাকীব হাসান। তাঁরা সবাই শহীদ সালাম-বরকত আবাসিক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। রেজিস্ট্রার আরও জানান, পৃথক ঘটনায় গত ৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে রং ছিটানোর ঘটনায় ছাত্রলীগের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

## আজীবন বহিষ্কৃত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যকরী সদস্য হামজা রহমানকে তিন মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। হামজা নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী।

কয়েকজন সিন্ডিকেট সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আদিবাসী ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় ছাত্রলীগের কর্মী বিকাশ কুমার মহন্ত, আশরাফুল ইসলাম ও অর্ণব দত্তকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সিন্ডিকেট সভা গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে শেষ হয়। সভা শেষে প্রশাসনিক ভবন থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফারজানা ইসলাম লাঞ্ছনাবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, 'আজীবন বহিষ্কৃতরা যদি আদালতের আশ্রয় নেয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ও আইনি লড়াই করবে।' বহিষ্কৃতদের ক্যাম্পাসে অবস্থানের বিষয়ে তিনি বলেন, আজীবন বহিষ্কৃত হওয়ার পর তারা এই ক্যাম্পাসে বা আবাসিক হলগুলোতে থাকতে পারবে না।

এর আগে গত ১৬ এপ্রিল ছাত্রলীগের ওই পাঁচ নেতা-কর্মীকে সংগঠন থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। গতকাল তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কারের বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সংগঠনের পক্ষ থেকেও তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'